

## গিফটের ম্যাজিক

### কাজী জহিরুল ইসলাম

পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রকাশ্যে ঘুষ চলে না। তবে গিফট চলে খুব। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসাবে গিফটের তরিকাটা আমরা তেমন ভালো বুঝি না। কাউকে গিফট দিতে গিয়ে না আবার তালগোল পাকিয়ে ফেলি এই ভয়টাও কাজ করে আমাদের মধ্যে।

বিনা পয়সার শাটল প্লেনে চড়ে প্রিন্স্টিনা থেকে ভিয়েনা যাওয়া যায়। অন্য সকলের সাথে আমরাও নাম লেখালাম মুভকনের রেজিস্ট্রারে। বিনা পয়সায় যদি যাওয়া যায় তাহলে অযথা পাঁচ/ছয়'শ ডয়েশ মার্ক খরচ করবো কেন? তবে এই বিনা পয়সার প্লেনে চড়ার একটা অসুবিধা আছে। অসুবিধাটা হলো, ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে রওনা হয়েছি। মনে মনে কতো পরিকল্পনা, কতো স্বপ্ন। সাউন্ড অব মিউজিকের সেই বিখ্যাত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বর্গ সলসবার্গের পাহাড়ে পাহাড়ে ডানাকাটা পরীদের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ প্রিন্স্টিনা এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখলাম, মাগনা প্যাসেঞ্জারদের রিজার্ভেশন ক্যানসেল। কারণ হঠাৎ করে ভিআইপি ডেলিগেটের সিডিউল পড়ে গেছে। এমন হলে তবুও মন মানো। মুভকনের ডেস্ক-এ বসে থাকা দুই আলবেনিয়ান সুন্দরী ওদের সৌন্দর্য দুলিয়ে বললো, তোমাদের রিজার্ভেশন ক্যানসেল। কারণ কি? ভিআইপি ডেলিগেট যাবে? ওরা বললো, না, তোমাদের সিরিয়াল অনেক নিচে। আমরা ৩২জনের বেশি প্যাসেঞ্জার নিতে পারি না। তোমাদের সিরিয়াল ৪৪ আর ৪৫ নম্বরে। আমাদের মাথায় বাজ পড়লো। কতো প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে ফেলেছি। ভিয়েনা থেকে ইউরো রেল চড়ে যাবো বার্লিন। ওখানে কবি দাউদ হায়দার স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমাদের জন্য। বার্লিন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখে যাবো ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোর্ট সিটি বেলজিয়ামের এন্টর্প শহরে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরার বাজার এই এন্টর্প শহরে। এন্টর্পের হীরা মানেই বিশ্বখ্যাত হীরা। আমরা অবশ্য হীরা কিনতে যাবো না, যাবো আমার বন্ধু ডাক্তার মোয়াজ্জেমের সাথে দেখা করতে। তারপর যাবো প্যারিসে, ওখান থেকে রোম, তারপর গ্রীস। ইসসসস। এখন এই বান্দর মেয়ে দুইটা বলে কিনা টিকেট ক্যানসেল। মনে মনে ওদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলেও মুখে যতোটা সম্ভব বিনয় বজায় রেখে বললাম, বৈন, কোন উপায় কি নেই আমাদের একোমোডেট করার? খুব ঝটপট উত্তর দিলো ভালবোনা, অপেক্ষা করে দেখতে পারো। প্রথম ৩২জন থেকে যদি ১৩জন ড্রপ করে তাহলে তোমাদের একোমোডেট করা যাবে। ইউজুয়ালি শেষ মুহূর্তে অনেকেই যায় না।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখন সকাল নয়টা বাজে। দুইটায় ফ্লাইট। যদি আমরা চান্স পেয়ে যাই তাহলে সাড়ে বারোটায় মধ্যে এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে হবে। অপেক্ষা করতে করতে পা ব্যাথা হয়ে গেল। এর মধ্যে তিনবার খাঁজ নিয়ে এসেছি। এখনো কেউ যাওয়া বাতিল করেনি। আমার মনে হয় আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো, কি বলেন জামান ভাই? জামান ভাই আশা ছেড়ে দিতে মোটেও রাজী না। আমি বললাম, চলেন ওদের সাথে আরেকবার ফাইনাল কথা বলি। যদি দুইজন ড্রপ করে তাহলে আমাদের নিবে কি-না? প্রস্তাবটা দিলাম বটে জামান ভাইকে কিন্তু এ কথা ওদেরকে বলতে সাহসে কুলাচ্ছে না। প্রস্তাবটার মধ্যেতো অসততা আছে। অসৎ প্রস্তাবের জোর কম থাকে। আমাদের উপর্যুপরি রিমাইন্ডারে মেয়ে দুটিও বিরক্ত হয়ে গেছে।

এবার আমরা রিমাইন্ডারের একটা ভিন্ন তরিকা আবিষ্কার করেছি। ওদেরকে সরাসরি কিছু বলি না। প্রতি দশ মিনিট পরপর আমরা দু'জন পালা করে ওদের দরোজার সামনে দিয়ে ঘুরে আসি। উদ্দেশ্য, ওরা আমাদের উপস্থিতিটা দেখুক, এতে করেই মনে পড়বে যে আমরা এখনো অপেক্ষায় আছি।

ইতস্তত করতে করতে জামান ভাইকে বললাম, একটা আইডিয়া দিতে পারি। আমার মনে হয় এতে কাজ হবে। বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশনের রিটায়ার্ড ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার আ.স.ম. আনোয়ারুজ্জামান বললেন, কি আইডিয়া কৈয়া ফালান। বললাম, চলেন, ওদের জন্য কিছু খরচ করি। লাঞ্চে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো কিন্তু সেটা খুব ইনডিসেন্ট প্রস্তাব হয়ে যেতে পারে। আমরা বরং ওদের জন্য কিছু গিফট কিনে আনি। তবে শর্ত হলো, গিফটগুলো ওদের হাতে তুলে দিতে হবে আপনাকে। আনোয়ারুজ্জামান বললেন, রাজী। বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে যুতসই কিছুই খুঁজে পেলাম না। শেষমেষ আমি কিনলাম এক বাস্ক আইসক্রিম আর জামান ভাই কিনলেন দুইটা কোল্ড টি-এর প্যাকেট। আমি ইতস্তত করছি বটে, তবে পেছনেই আছি। আমার কাছে বিষয়টা ঘুষই মনে হচ্ছে। জামান ভাই দিগন্ত বিস্তৃত একটা হাসি দিয়ে বললেন, সুন্দরীরা, তোমাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। বলেই প্যাকেটগুলো ওদের হাতে তুলে দিলেন। দেখলাম সুন্দরীদের মুখ বলমল করে উঠলো। আর আমাদের নামও সুড়সুড় করে ৪৪, ৪৫ থেকে এক লাফে উঠে এলো অনেক উপরে। এতো উপরে যে আমাদেরকে তক্ষুণি দৌড়াতে হলো এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২০ ডিসেম্বর, ২০০৬